ইত্তেফাক

তারিখ ... 6/6/79 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 7 ...

একটি নিবেদন

সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মূল লক্ষ্য যোগ্য ধীশক্তির সন্ধান। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার কথা নহে। তবে পদ্ধতি ক্ষেত্রে ভাষাগত বাধ্যবাধকতা সম্প্রতি এই যাচাইয়ের স্বচ্ছন্দ ধারাকে ব্যাহত করিয়াছে।

বাংলাদেশ সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার ভাষামাধ্যম একমাত্র বাংলা। ইহা নিঃসন্দেহে জাতীয় অহংবোধ ও গৌরবের পরিচয়। তথাপি ব্যবহারিক গতিশীলতার পথে ইহাকে সংস্কারতুল্য অচলায়তন করিয়া তোলা বিচক্ষণ জাতির জন্য মোটেও সুখের কথা নহে।

পিতা-মাতার পোষ্য হিসাবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আবাল্য বিদেশে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেছে। বাংলা ভাষার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাবোধ কম নহে। কিন্তু পরিস্থিতি তাহাদিগকে অধ্যয়ন ও বিদ্যাভ্যাসে ইংরেজী ভাষায় স্বচ্ছন্দ ব্যুৎপত্তি অর্জনে বাধ্য করে। জাতীয় প্রশাসনিক ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিজেদের দক্ষতা জাতির সেবায় নিবেদনের আগ্রহে তাহারাও ঐকান্তিক। সুপিরিয়র পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার সকল যোগ্যতা সত্বেও ভাষা-মাধ্যমের বাধ্যবাধকতা তাহাদের নিরাশ করিতেছে।

সরকারী কাজকর্মে এমনকি সংসদেও প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ দাবী করা হইতেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমাদের লক্ষ্য এখন উপযোগিতা। এ সচেতনতা আমাদিগকে সুপিরিয়র পরীক্ষার ভাষামাধ্যম প্রশ্নে সদর্থক উদারতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং বিদেশে যাহাদের ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া করিতে হইয়াছে বা হইতেছে এবং ইহাছাড়া যাহাদের আর কোন উপায় ছিল না এবং নাই, তাহাদের জন্য সুপিরিয়র পরীক্ষার মাধ্যম ভাষা হিসাবে যুগপৎ বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—কাঞ্চন আলী খান, ঢাকা।